বিদ্বেষ ও বৈষম্য প্ররোচনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবসমূহ: সংক্ষিপ্ত নথি

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government

সূচীপত্র

ছয়টি প্রস্তাব 3
প্ররোচনামূলক কথাবার্তা কী? 4
প্ররোচনামূলক কথাবার্তা ক্ষতির কারণ হয় 5
বর্তমান আইন 5
মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষিত তবে যুক্তিসঙ্গত সীমা সাপেক্ষ 6
আইন নিয়ে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে 6
ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধির (Treaty of Waitangi) ভিত্তিতে বিবেচনাসমূহ 7
প্রস্তাবগুলোতে মতামতের জন্য প্রশ্ন 7
আপনি যদি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বা আচরণের সম্মুখীন হচ্ছেন তাহলে আপনি কী করতে পারেন 8
আরও তথ্য 8

তে তাহু ও তে তুরে – ন্যায় মন্ত্রক (মন্ত্রক) বিদ্বেষ ও বৈষম্য প্ররোচনা সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন করার জন্য ছয়টি প্রস্তাব নিয়ে আপনার মতামত চাইছে।

মানবাধিকার আইন 1993 এমন কথাবার্তাকে নিষিদ্ধ করে যা বর্ণগত বৈষম্যকে প্ররোচিত করে (উস্কানি দেয়)। এটি কোনো ব্যক্তির পরিচয়ের একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে তার বিরুদ্ধে বৈষম্যকেও নিষিদ্ধ করে।

মন্ত্রকের একটি পর্যালোচনা এবং 15 মার্চ 2019-এ ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারির সুপারিশ অনুসরণ করে সরকার এই সুরক্ষাগুলোকে আরও শক্তিশালী ও স্পষ্ট করার জন্য পরিবর্তনের প্রস্তাব দিচ্ছে।

সরকার বৈষম্যের বিধানগুলোর দুটি আইনের ব্যাপকতর পরিবর্তনেরও প্রস্তাব দিচ্ছে।

আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ড একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। সরকার সামাজিক সংহতি জোরদার করতে এবং আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ডকে সবার জন্য নিরাপদ করতে চায়। বিদ্বেষ প্ররোচিত করা কথাবার্তার বিরুদ্ধে এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষাগুলোকে উন্নত করলে এটি সমর্থন পাবে।

আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ডে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। বৈষম্য থেকে মুক্তির পাশাপাশি এটি নিউজিল্যান্ডের বিল অব রাইটস অ্যাক্ট (New Zealand Bill of Rights Act) 1990-এর একটি অংশ। প্রস্তাবিত আইনের পরিবর্তনগুলোর উদ্দেশ্য হল এই অধিকারগুলোকে আরও সুরক্ষিত করা, এমন ব্যক্তিরা যারা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হয় তারা যাতে মুক্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে তা নিশ্চিত করা সহ। বিল অব রাইটস অ্যাক্ট অন্যদের অধিকার এবং স্বার্থের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে অধিকারের ন্যায়সঙ্গত সীমাবদ্ধতার সুযোগ প্রদান করে।

সরকার নীতিগতভাবে ছয়টি প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। এর অর্থ এই যে সরকার মনে করে যে পরিবর্তনগুলো ভাল ধারণা তবে আইনটি পরিবর্তন করা হবে কিনা এবং কীভাবে পরিবর্তন করা যায় সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সেগুলো সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করে কিনা তা জানতে চায়। প্রাপ্ত মতামতের উপর নির্ভর করে এই প্রস্তাবগুলোর পরিবর্তন হতে পারে।

প্রস্তাবগুলো নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সংক্ষেপে, এগুলোর লক্ষ্য হল:

- প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলো দ্বারা সুরক্ষিত লোকদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি করা
- আইনটি কোন আচরণের অনুমতি দেবে না তা পরিষ্কার করা এবং আইন ভঙ্গ করার পরিণতি বাড়ানো
- ব্যাপকতর বৈষম্যের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীগুলোর সুরক্ষা উন্নত করা।

আপনি বর্তমান আইন, পরিবর্তনের প্রস্তাবগুলো এবং তাদের পিছনে যুক্তির আরও বিশদ বিবরণ পূর্ণ আলোচনার নথিতে পেতে পারেন: *বিদ্বেষ ও বৈষম্য প্ররোচনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবগুলো* উপলব্ধ রয়েছে www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination এ।

আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই

প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো করতে হবে, না সেগুলোর কিছু অংশ পরিবর্তন করতে হবে, না কোনও ভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার জন্য সরকার আপনার মতামত (সাবমিশন) চাইছে।

25 জুন থেকে 6 আগস্ট 2021 পর্যন্ত সাবমিশন করার সুযোগ খোলা থাকবে। আপনি সিটিজেন স্পেস (Citizen Space) ওয়েবসাইট https://consultations.justice.govt.nz এর মাধ্যমে, humanrights@justice.govt.nz এ ইমেইল দ্বারা, বা ডাকযোগে Human Rights, Ministry of Justice, SX10088, Wellington কে সাবমিশন পাঠাতে পারেন।

গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত তথ্য সহ সাবমিশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination এ আলোচনার নথিটি দেখুন

গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কিত বিশদের জন্য অনুগ্রহ করে আলোচনার নথির পৃষ্ঠা 6 দেখুন। আপনার মতামত জমা দেওয়ার আগে আপনার এটি পড়া উচিত।

ছয়টি প্রস্তাব

প্রস্তাবনা এক: মানবাধিকার আইন 1993-এ প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলোর ভাষা পরিবর্তন করুন যাতে সেগুলো বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের লক্ষ্যবস্তু হওয়া আরও গোষ্ঠীগুলোকে রক্ষা করে।	বর্তমান প্ররোচনার বিধানগুলো কেবল এমন কথাবার্তার উপর প্রযোজ্য যা কোনো গোষ্ঠীকে তাদের রঙ, বর্ণ বা জাতিগত বা জাতীয় উৎসের কারণে লক্ষ্যবস্তু করে। ধর্ম, লিঙ্গ, যৌনতা এবং অক্ষমতা ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলো সহ অন্যান্য গোষ্ঠীদেরও বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা দ্বারা লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এই প্রস্তাবটি আইনটিকে পরিবর্তন করবে যাতে আরও বিস্তৃত পরিসরের বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো লোকেদের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা হলেও এটি প্রযোজ্য হয়। এর মধ্যে মানবাধিকার আইনের 21 ধারায় বৈষম্যের কিছু বা অন্য সমস্ত নিষিদ্ধ ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে (এই বিভাগটি আলোচনা নথির পরিশিষ্ট এক এ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে)। কোন গোষ্ঠীগুলো এই পরিবর্তন দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমরা মতামত চাইছি। আরও তথ্য আলোচনার নথিতে পৃষ্ঠা 17 তে উপলব্ধ রয়েছে।
প্রস্তাব দুই: মানবাধিকার আইন 1993-এর বিদ্যমান ফৌজদারি বিধানের পরিবর্তে অপরাধ আইন (Crimes Act) 1961 তে একটি নতুন ফৌজদারি অপরাধ প্রতিস্থাপন করুন যা স্পষ্টতর ও বেশি কার্যকর।	এর অর্থ হল যে কোনো সুরক্ষিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষ প্ররোচিত করবে, উস্কিয়ে দেবে, বজায় রাখবে বা স্বাভাবিক করে তুলবে, তারা যদি হিংসা প্ররোচিত করা সহ হুমকি দিয়ে, অপব্যবহার বা অপমান করে সেটি করে তবে তারা আইন ভঙ্গ করবে। মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে বা অনলাইনে সহ তারা কীভাবে হুমকি দিয়েছেন বা অপব্যবহার করেছেন তা নির্বিশেষে এটি প্রযোজ্য হবে। কোন গোষ্ঠীগুলোকে সুরক্ষিত করা উচিত সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য প্রস্তাব এক

	দেখুন। আরও তথ্য আলোচনার নথিতে পৃষ্ঠা 18 তে উপলব্ধ রয়েছে।
প্রস্তাব তিন: ফৌজদারী অপরাধের গম্ভীরতার আরও ভালোভাবে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য তার শাস্তি বাড়িয়ে দিন।	বর্তমান শাস্তি হল তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা $7,000 পর্যন্ত জরিমানা। প্রস্তাবটি হল এই শাস্তি বাড়িয়ে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা $50,000 পর্যন্ত জরিমানা করার। আরও তথ্য আলোচনার নথিতে পৃষ্ঠা 19 এ উপলব্ধ রয়েছে।
প্রস্তাব চার: ফৌজদারি বিধানে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে মিল রাখার জন্য নাগরিক প্ররোচনা বিধানের ভাষা পরিবর্তন করুন।	এটি নাগরিক বিধানের (61 ধারা) ভাষাকে পরিবর্তিত করে বিদ্যমান শব্দগুলোর পাশাপাশি "বিদ্বেষ প্ররোচিত করা / উস্কে দেওয়া, বজায় রাখা বা স্বাভাবিক করা" অন্তর্ভুক্ত করবে। এই বিধানটি উন্নত করা যেতে পারে এমন অন্যান্য উপায় সম্পর্কে মতামতকেও আমরা স্বাগত জানাই। আরও তথ্য আলোচনার নথিতে পৃষ্ঠা 21 এ উপলব্ধ রয়েছে।
প্রস্তাব পাঁচ: নাগরিক বিধান পরিবর্তন করুন যাতে 'বৈষম্য প্ররোচিত করা' আইন বিরোধী হয়।	আইনটি এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যাতে বিদ্বেষ প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানের আওতাভুক্ত রয়েছে এমন গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তি দ্বারা অন্য ব্যক্তিদের বৈষম্যমূলক আচরণ করতে প্ররোচিত করা বা উস্কানি দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। এতে এই ধরনের আচরণ সম্পর্কে মানবাধিকার কমিশনকে অভিযোগ করা সম্ভব হবে। আরও তথ্য আলোচনার নথিতে পৃষ্ঠা 22 এ উপলব্ধ রয়েছে।
প্রস্তাব ছয়: মানবাধিকার আইনে বৈষম্যের ভিত্তিগুলো বাড়ান যাতে স্পষ্ট হয় যে ট্রান্স (trans), জেন্ডার ডাইভার্স (gender diverse) এবং ইন্টারসেক্স (intersex) মানুষরা বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত।	যৌন লক্ষণের কারণে মানুষদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা বর্তমানে আইন বিরোধী। সরকার মনে করে যে এর মধ্যে লিঙ্গ পরিচয় বা অভিব্যক্তি, লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য বা ইন্টারসেক্স স্থিতি ভিত্তিক বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত। এই প্রস্তাব এই সম্পর্কে আইনটিকে আরও স্পষ্ট করার পরামর্শ দেয়। আরও তথ্য আলোচনার নথিতে পৃষ্ঠা 23 এ উপলব্ধ রয়েছে।

প্ররোচনামূলক কথাবার্তা কী?

'বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা'(hate speech) একটি বিস্তৃত পরিভাষা যা আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ডের আইনে ব্যবহৃত হয় না। এটি সাধারণত এমন কথাবার্তা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয় যা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যেমন জাতিসত্তা, ধর্ম বা যৌন অভিমতের উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে।

উপরোক্ত ছয়টি প্রস্তাব নির্দিষ্টভাবে এমন কথাবার্তা সংক্রান্ত যা একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্ররোচিত করে। এমন কথাবার্তাকে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা বলে বলা হয় যা আপত্তিজনক বা হুমকীপূর্ণ এবং যা ভাগ করে নেওয়া একটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো গোষ্ঠীর (এক ব্যক্তির দিকে পরিচালিত হওয়ার চেয়ে) প্রতি

শত্রুতা উস্কে দেয়। এ কারণেই আমরা ‘বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা’, ‘বিদ্বেষ প্ররোচিত করা’ এবং ‘প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান’ নিয়ে কথা বলি।

এই প্রস্তাবগুলো বিদ্বেষমূলক অপরাধের অন্য রূপগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না। এই প্রস্তাবগুলো দ্বারা আওতাভুক্ত নয় এমন সংশ্লিষ্ট কাজের বিষয়ে আরও তথ্য আলোচনার নথিতে পৃষ্ঠা 25 এ পাওয়া যাবে।

প্ররোচনামূলক কথাবার্তা ক্ষতির কারণ হয়

বিদ্বেষ প্ররোচিত করে এমন কথাবার্তা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে। এটি লক্ষ্যবস্তু হওয়া সম্প্রদায়গুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সহিংসতার কারণ হতে পারে। বিদ্বেষ প্ররোচিত করা অসদ্ভাব সৃষ্টি এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিতে বাধা সৃষ্টি করে আমাদের সমাজের ক্ষতি করে। এটি আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ড জুড়ে আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস এবং বিভেদ ছড়িয়ে দিতে পারে।

বিদ্বেষ প্ররোচনা থেকে সুরক্ষাগুলো উন্নত করা নিরাপদ সম্প্রদায় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে এবং সমাজের এই মতকে আরও জোরদার করবে যে এই ধরনের আচরণ ক্ষতিকারক।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর অধীনে বিদ্বেষ প্ররোচিত করা নিষিদ্ধ, তাই আইন পরিবর্তন করলে তা আমাদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করতে সহায়তা করবে।

বর্তমান আইন

মানবাধিকার আইন 1993 তে একটি ফৌজদারি বিধান এবং একটি নাগরিক বিধান রয়েছে। নাগরিক আইন ব্যবস্থা ব্যক্তি, সংস্থা এবং কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধগুলোকে আওতাভুক্ত করে। ফৌজদারি আইন ব্যবস্থার লক্ষ্য হল আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দিয়ে আরও গুরুতর ও ক্ষতিকারক আচরণ চিহ্নিত এবং নিষিদ্ধ করা।

নাগরিক বিধান (ধারা 61) এর অধীনে এমন ভাষা বা লিখিত বিষয় ব্যবহার, প্রকাশ, সম্প্রচার বা বিতরণ করা আইন বিরোধী যা উভয়:

1. হুমকিপূর্ণ, আপত্তিজনক বা অপমানজনক, এবং
2. কোনো গোষ্ঠীর প্রতি তাদের বর্ণ, জাতি বা জাতিগত বা জাতীয় উৎসের ভিত্তিতে শত্রুতা প্ররোচিত করার বা হেনস্থা করার প্রবৃত্তি জাগানোর সম্ভাবনা রাখে।

কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন যে কেউ এমন কিছু করেছে যা আইন বিরোধী তবে তারা মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারেন।

ফৌজদারি বিধান (ধারা 131) এ বলা হয়েছে যে এমন ভাষা ব্যবহার বা লিখিত বিষয় প্রকাশ, সম্প্রচার বা বিতরণ করে বর্ণগত বিভেদ তৈরি করা ফৌজদারি অপরাধ যা নিম্নলিখিতের সমস্ত:

1. হুমকিপূর্ণ, আপত্তিজনক, বা অপমানজনক
2. কোনো গোষ্ঠীর প্রতি তাদের বর্ণ, জাতি বা জাতিগত বা জাতীয় উৎসের ভিত্তিতে শত্রুতা বা দ্বেষ জাগানোর বা তাদের হেনস্থা বা উপহাস করার সম্ভাবনা রাখে, এবং
3. এমন শত্রুতা, দ্বেষ, হেনস্থা বা উপহাস প্ররোচনার জন্য উদ্দেশিত।

এই অপরাধটি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা $7,000 জরিমানা দ্বারা দণ্ডনীয়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষিত তবে যুক্তিসঙ্গত সীমা সাপেক্ষ

মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের সমাজের এক ভিত্তি-প্রস্তর, তবে এর অর্থ এই নয় যে লোকেদের যা খুশি তাই বলার অধিকার রয়েছে। বিল অব রাইটস অ্যাক্ট (Bill of Rights Act) এর সমস্ত অধিকার এবং স্বাধীনতার মতো, মত প্রকাশের অধিকারকে আইন দ্বারা এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা যায় যা একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে।

বর্তমান প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধানগুলো মত প্রকাশের স্বাধীনতার ন্যায়সঙ্গত সীমা প্রদান করে। এগুলো একটি সুষম পন্থা গঠন করে যা শাস্তির তীব্রতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার গম্ভীরতাকে বিবেচনা করে। প্ররোচনা সংক্রান্ত বর্তমান বিধানগুলো এমন কথাবার্তাকে লক্ষ্যবস্তু করে যা অন্যদের বিশ্বাস করায় যে বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত একটি সমাজ কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না। এই ধরনের কথাবার্তা মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এবং সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে চায়।

আইনটি এই মনোভাবগুলোকে প্ররোচিত করা নিষিদ্ধ করে কারণ এগুলো মানবাধিকার এবং আউটেরুয়া নিউজিল্যান্ডের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে বেমানান। এই মনোভাবগুলো এই ধারণা ভিত্তিক যে একটি ভাগ করা চরিত্রগত কারণে (যেমন জাতিসত্তা, ধর্ম বা যৌন অভিমত) কিছু লোকেদের গোষ্ঠীরা অন্যদের চেয়ে কম মুল্যবান। এমন বিশ্বাস থাকতে পারে যে এই গোষ্ঠীগুলোর একই অধিকার না থাকা উচিত, এবং/অথবা এদের সাথে আলাদাভাবে আচরণ করা এবং এদের বৃহত্তর সমাজ থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রস্তাবগুলো কথাবার্তাকে অপরাধমূলক করার সীমানাকে নামিয়ে আনে না বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর গণ তর্কবিতর্ক রোধ করে না।

আইন পরিবর্তনের এই প্রস্তাবগুলোর লক্ষ্য হল এটি নিশ্চিত করা যে প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে এবং প্রতিটি ব্যক্তি নির্ভয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

আইন নিয়ে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে

মন্ত্রক 2019 সালে আইনটির একটি পর্যালোচনা করেছে এবং কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করেছে। 15 মার্চ, 2019-এ ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সন্ত্রাসী হামলার রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারিও কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছিল এবং পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছিল।

তিনটি মূল বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছিল:

1. ফৌজদারি বিধান এবং নাগরিক বিধান উভয়ের ভাষাই অস্পষ্ট। রয়্যাল কমিশন ফৌজদারি বিধানের ভাষাটি পুনর্রচনা করার সুপারিশ করেছে।
2. বিদ্বেষ প্ররোচিত করে এমন কথাবার্তা বর্তমানে সুরক্ষিত গোষ্ঠীগুলোর চেয়ে বেশি গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। বিধানগুলো কেবল জাতি, জাতীয়তা, জাতিসত্তা এবং বর্ণকে আওতাভুক্ত করে। এগুলো হল মানবাধিকার আইনের 21 ধারায় তালিকাভুক্ত তেরটি "বৈষম্যের নিষিদ্ধ ভিত্তি" এর মধ্যে কেবল চারটি।
3. ফৌজদারি অপরাধের জন্য শাস্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষ প্ররোচিত করার গম্ভীরতার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম।

আমরা বর্তমান আইনের এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য ছয়টি প্রস্তাবের বিষয়ে আপনার মতামত চাইছি।

ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধির (Treaty of Waitangi) ভিত্তিতে বিবেচনাসমূহ

তে তিরিতি ও ওয়াইতাঙ্গী - ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধি মানবাধিকার আইনে প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং এই নীতিগত প্রস্তাবগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক। মাওরিরা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হতে পারেন এবং বর্তমানে "জাতি" বা "জাতিগত উৎস" এর ভিত্তির অধীনে প্ররোচনা সংক্রান্ত বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত। এই প্রস্তাবগুলো মাওরি সহ গোষ্ঠীগুলোকে বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা থেকে আরও সুরক্ষিত করতে চায়। সুরক্ষাগুলো জোরদার করা হবে যেখানে মাওরিরা অন্যান্য যেকোনো বৈষম্যের নিষিদ্ধ ভিত্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হবে, উদাহরণস্বরূপ তাকাতপুই (takatāpui) (মাওরি যারা বিবিধ লিঙ্গ এবং যৌন অভিমতে নিজেকে পরিচিত করেন) সম্পর্কিত ক্ষেত্রে।

প্রস্তাবগুলোতে মতামতের জন্য প্রশ্ন

আলোচনার নথিতে সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের পাশাপাশি প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রশ্নগুলো নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

তিনটি প্রশ্ন যা আপনি প্রস্তাবগুলোর সমস্ততে আপনার সাবমিশনে সহায়তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন:

- আপনি কি প্রস্তাবটি থেকে উদ্ভূত কোনো ঝুঁকি বা অনিচ্ছাকৃত পরিণতি দেখতে পাচ্ছেন এবং যদি তা হয় তবে সেগুলো কী?
- এই প্রস্তাবগুলো উন্নত করার কোন উপায় আছে কি?
- এই প্রস্তাবগুলো কি উল্লিখিত সমস্যাগুলো ছাড়াও ওয়াইতাঙ্গীর সন্ধির অতিরিক্ত কোনো সমস্যা উপস্থাপন করে?

প্রস্তাব এক সম্পর্কে প্রশ্ন:

- আপনি কি একমত যে এইভাবে প্ররোচনার বিধানগুলোকে সম্প্রসারণ করা এই গোষ্ঠীগুলোকে আরও সুরক্ষিত করবে?
    - কেন বা কেন নয়?
- আপনার মতে, কোন গোষ্ঠীগুলোকে এই পরিবর্তন দ্বারা সুরক্ষিত করা উচিত?
- আপনি কি মনে করেন যে এমন কোনো গোষ্ঠী রয়েছে যারা বিদ্বেষমূলক কথাবার্তার সম্মুখীন হয় যারা এই পরিবর্তন দ্বারা সুরক্ষিত হবে না?

প্রস্তাব দুই সম্পর্কে প্রশ্ন:

- আপনি কি একমত যে ফৌজদারি বিধানের ভাষা এভাবে পরিবর্তন করা এটিকে আরও স্পষ্ট এবং বুঝতে সহজ করে তুলবে?
    - কেন বা কেন নয়?
- আপনি কি মনে করেন যে এই প্রস্তাবটি নতুন অপরাধের অধীনে বেআইনি হওয়া উচিত এমন আচরণগুলোকে ধরবে?

প্রস্তাব তিন সম্পর্কে প্রশ্ন:

- আপনি কি মনে করেন যে এই শাস্তিটি অপরাধের গম্ভীরতাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে?
    - কেন বা কেন নয়?

- যদি আপনি একমত না হন, তবে কোন অপরাধগুলোকে উপযুক্ত তুলনা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত?

প্রস্তাব চার সম্পর্কে প্রশ্ন:

- -আপনি কি 61 ধারায় (নাগরিক বিধান) ভাষার এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেন?
    - কেন বা কেন নয়?
- আপনি কি মনে করেন যে নাগরিক বিধানের বর্তমান ভাষার অন্য কোনো অংশ পরিবর্তন করা উচিত?

প্রস্তাব পাঁচ সম্পর্কে প্রশ্ন:

- আপনি কি ধারা 61 তে বৈষম্যমূলক প্ররোচনা নিষিদ্ধকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা সমর্থন করেন?
    - কেন বা কেন নয়?

প্রস্তাব ছয় সম্পর্কে প্রশ্ন:

- আপনি কি এই পরিভাষাটি উপযুক্ত বলে মনে করেন?
- আপনি কি মনে করেন যে এই প্রস্তাবটি মানবাধিকার আইনের অধীনে বৈষম্য থেকে রক্ষা করা উচিত এমন গোষ্ঠীগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে আওতাভুক্ত করে?
- আপনি কি মনে করেন যে এই প্রস্তাবটি যথাযথভাবে তাকাতপুই সহ সাংস্কৃতিকভাবে নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের রক্ষা করে?

আপনি যদি বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বা আচরণের সম্মুখীন হচ্ছেন তাহলে আপনি কী করতে পারেন

আপনি যদি মনে করেন যে আপনার নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে, তবে অনুগ্রহ করে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করুন। জরুরি অবস্থা হলে 111 এ ফোন করুন। আপনি এই মুহূর্তে বিপদে না থাকলে, 105 এ ফোন করুন।

মানবাধিকার কমিশন (Human Rights Commission) কীভাবে সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে তথ্যের জন্য দেখুন: https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/how-make-complaint/

বর্ণগত হয়রানির বিষয়ে তথ্যের জন্য: https://www.hrc.co.nz/enquiries-and-complaints/faqs/racially-offensive-comments/)।

অনলাইনে ঘটা অপব্যবহারের জন্য: https://www.netsafe.org.nz/

আপনি কেমন অনুভব করছেন সে সম্পর্কে কারও সাথে কথা বলতে চাইলে অনুগ্রহ করে 1737 নম্বরে ফোন বা টেক্সট করুন।

আরও তথ্য

আপনি সম্পূর্ণ আলোচনার নথিটি এখানে পড়তে পারেন:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination

আরও তথ্য ন্যায় মন্ত্রকের ওয়েবসাইট – তে তাহু ও তে তুরে-তেও উপলব্ধ রয়েছে এখানে:
www.justice.govt.nz/proposals-against-incitement-of-hatred-and-discrimination

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

New Zealand Government